HSC 2025

GAMECHANGER!

ফাইনাল প্রিপারেশন কোর্স ২০২৫

আর্লিবার্ড অফারে

কোর্সে এনরোল করতে নিচের লিংকে ভিজিট করো

userweb.utkorsho.org

অথবা কল করো

+88 09613 715 715

উৎকর্ষ

বাংলা

বাংলা প্রথম পত্র
'বায়ান্নর দিনগুলো'

এইচএসসি' ২৪
ফাইনাল প্রিপারেশন

বায়ান্নর দিনগুলো

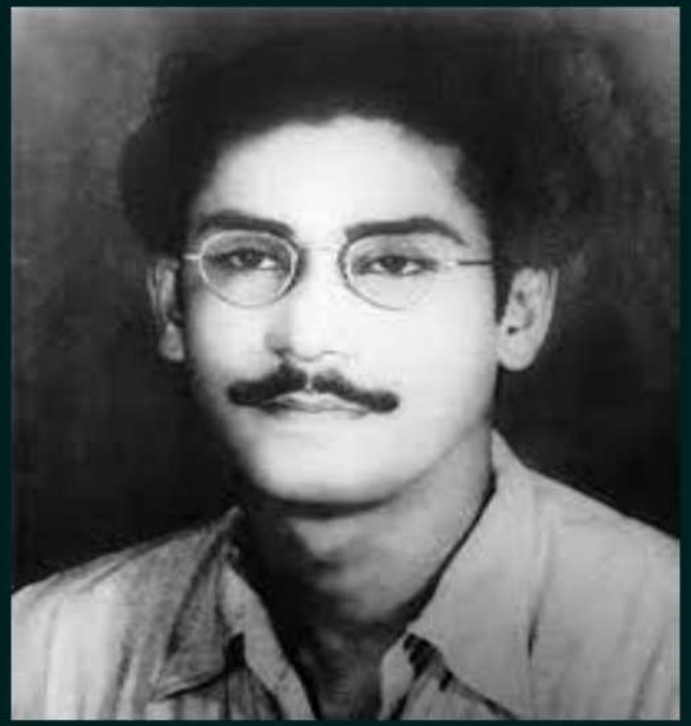

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

শিখনফল

- ১৯৫২ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের জেলজীবন ও জেল থেকে মুক্তিলাভের ঘটনা।
- তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অপশাসন ও নির্যাতনের স্বরূপ।
- এ দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি বঙ্গবন্ধুর মমত্ববোধ ও আত্মত্যাগের স্বরূপ।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিবাদী ভূমিকা ও নেতৃত্বের স্বরূপ।

উৎকর্ষ

লেখক পরিচিতি

- ব্যক্তিগত তথ্য
- উল্লেখযোগ্য ঘটনা ও পুরস্কার
- সাহিত্যকর্ম

ব্যক্তিগত তথ্য

উৎকর্ষ

জন্মঃ ১৯২০ সালে ১৭ই মার্চ দিবস → জাতীয় শিশু

পিতার নামঃ শেখ লুৎফর রহমান

মাতার নামঃ সায়েরা খাতুন

মৃত্যুঃ ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট।

ব্যক্তিগত তথ্য

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম দিবস কোনটি? [ব. বো. ১৯]

ক) ১০ জানুয়ারি
খ) ১৭ মার্চ
গ) ১৪ এপ্রিল
ঘ) ২৩ জুন

ব্যক্তিগত তথ্য

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম দিবস কোনটি?
[ব. বো. ১৯]

ক) ১০ জানুয়ারি
খ) ১৭ মার্চ
গ) ১৪ এপ্রিল
ঘ) ২৩ জুন

ব্যক্তিগত তথ্য

উৎকর্ষ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী পালিত হয়- [চ. বো. ২২]

ক) ২০২১ সালে

খ) ২০২২ সালে

গ) ২০১৯ সালে

ঘ) ২০২০ সালে

ব্যক্তিগত তথ্য

উৎকর্ষ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী পালিত হয়- [চ. বো. ২২]

ক) ২০২১ সালে

খ) ২০২২ সালে

গ) ২০১৯ সালে

ঘ) ২০২০ সালে

উল্লেখযোগ্য ঘটনা ও পুরস্কার

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু কত সালে 'জুলিও কুরি' পদকে ভূষিত হন?

ক) ১৯৭২
খ) ১৯৭৩
গ) ১৯৭৫
ঘ) ১৯৭৪

→ শান্তি পুরস্কার।
→ ফ্রান্স

উল্লেখযোগ্য ঘটনা ও পুরস্কার

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু কত সালে 'জুলিও কুরি' পদকে ভূষিত হন?

ক) ১৯৭২ — ১৯৭৬ → ঢাকা

খ) ১৯৭৩

গ) ১৯৭৫

ঘ) ১৯৭৪

উল্লেখযোগ্য ঘটনা ও পুরস্কার

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলায় ভাষণ প্রদানকারী প্রথম বাঙালি কে?

ক) এ. কে. ফজলুল হক
খ) আতাউল গনি ওসমানী
গ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
ঘ) সৈয়দ নজরুল ইসলাম

উল্লেখযোগ্য ঘটনা ও পুরস্কার

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলায় ভাষণ প্রদানকারী প্রথম বাঙালি কে?

ক) এ. কে. ফজলুল হক
খ) আতাউল গনি ওসমানী
গ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
ঘ) সৈয়দ নজরুল ইসলাম

লেখক পরিচিতিঃ

উৎকর্ষ

ব্যক্তিগত তথ্য

জন্ম : ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ।
জন্মস্থান : গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায়

পিতা : শেখ লুৎফুর রহমান

মাতা : সায়েরা খাতুন

মৃত্যু : ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট।

সাহিত্য কর্ম

১।অসমাপ্ত আত্মজীবনী

২।আমার দেখা নয়া চীন

৩।কারাগারের রোজনামচা

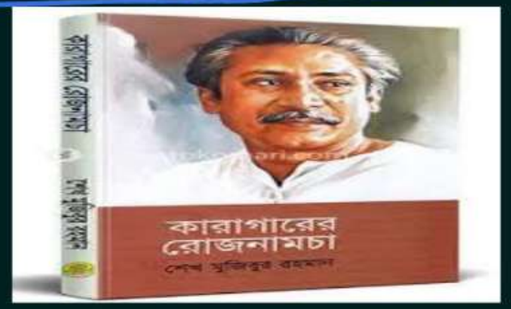

পুরস্কার ও অবদান

১।বাঙালির মুক্তির সনদ হিসেবে পরিচিত ছয় দফা উত্থাপন করেন।

২।তাঁর নেতৃত্বে ১৯৭০ সালে তৎকালীন পাকিস্তানের জাতীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।

৩।১৯৭২ সালে জুলিও কুরি পদকে ভূষিত করেন।

৪।৭ই মার্চের ভাষণ ও স্বাধীনতার ঘোষনা দেন।

উৎকর্ষ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কোন বিষয়ে অধ্যয়ন করেন?

ক) বাংলা
খ) দর্শন
গ) ইতিহাস
ঘ) আইন

DU

উৎকর্ষ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কোন বিষয়ে অধ্যয়ন করেন?

ক) বাংলা
খ) দর্শন
গ) ইতিহাস
ঘ) আইন

বঙ্গবন্ধু চেয়ার

উৎকর্ষ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

ক) টুঙ্গিপাড়া
খ) মুকসুদপুর
গ) কাশিয়ানী
ঘ) কোটালীপাড়া

উৎকর্ষ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

ক) টুঙ্গিপাড়া
খ) মুকসুদপুর
গ) কাশিয়ানী
ঘ) কোটালীপাড়া

শব্দার্থ

শব্দ	অর্থ
অনশন ধর্মঘট	কোনো ন্যায্য দাবি পূরণের লক্ষ্যে একটানা আহার বর্জনের সংকল্প
সুপারিন্টেন্ডেন্ট	তত্ত্বাবধায়ক
প্লুরিসিস	বক্ষ্যব্যাধি
প্রকোষ্ঠ	ঘর বা কুঠরি
রেডিওগ্রাম	বেতারবার্তা

শব্দার্থ

উৎকর্ষ

'ঘর বা কুঠরি'-এর মানে কী?

(cell)

ক) উৎকৃষ্ট

খ) প্রকৃষ্ঠ

গ) নিকৃষ্ট

ঘ) প্রকোষ্ঠ

শব্দার্থ

উৎকর্ষ

‘ঘর বা কুঠরি’-এর মানে কী?

ক) উৎকৃষ্ট

খ) প্রকৃষ্ঠ

গ) নিকৃষ্ট

ঘ) প্রকোষ্ঠ

শব্দার্থ

'প্লুরিসিস' শব্দের অর্থ কী?

ক) বক্ষব্যাধি

খ) উন্মাদনা

গ) হার্টের দুর্বলতা

ঘ) পায়ের রোগ

শব্দার্থ

উৎকর্ষ

'প্লুরিসিস' শব্দের অর্থ কী?

ক) বক্ষব্যাধি

খ) উন্মাদনা

গ) হার্টের দুর্বলতা

ঘ) পায়ের রোগ

পাঠ পরিচিতি

The unfinished memoirs

- "বায়ান্নর দিনগুলো" বঙ্গবন্ধুর "অসমাপ্ত আত্মজীবনী" গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে। (সংকলন)
- "অসমাপ্ত আত্মজীবনী" ১৯৬৭ সালে রচিত হয়। (১৯৬৭)
- প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ২০১২ সালে। (২০১২)
- ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন।

মূল গল্প

উৎকর্ষ

উল্লেখযোগ্য চরিত্র

- আমীর হোসেন
- মহিউদ্দিন
- রেণু
- বঙ্গবন্ধু
- সিভিল সার্জন
- মোখলেসুর রহমান

অনশনের সংকল্প

এদিকে জেলের ভেতর আমরা দুইজনে প্রস্তুত হচ্ছিলাম অনশন ধর্মঘট করার জন্য। আমরা আলোচনা করে ঠিক করেছি, যাই হোক না কেন, আমরা অনশন ভাঙব না। যদি এই পথেই মৃত্যু এসে থাকে তবে তাই হবে। জেল কর্তৃপক্ষ বিশেষ করে সুপারিনটেনডেন্ট আমীর হোসেন সাহেব ও তখনকার দিনে রাজবন্দিদের ডেপুটি জেলার মোখলেসুর রহমান সাহেব আমাদের বুঝাতে অনেক চেষ্টা করলেন। আমরা তাঁদের বললাম, আপনাদের বিরুদ্ধে আমাদের বলবার কিছু নাই। আর আমরা সেজন্য অনশন করছি না। সরকার আমাদের বৎসরের পর বৎসর বিনা বিচারে আটক রাখছে, তারই প্রতিবাদ করার জন্য অনশন ধর্মঘট করছি। এতদিন জেল খাটলাম, আপনাদের সাথে আমাদের মনোমালিন্য হয় নাই। কারণ আমরা জানি যে, সরকারের হুকুমেই আপনাদের চলতে হয়।

SP → আমীর হোসেন

DC (মোখলেসুর)

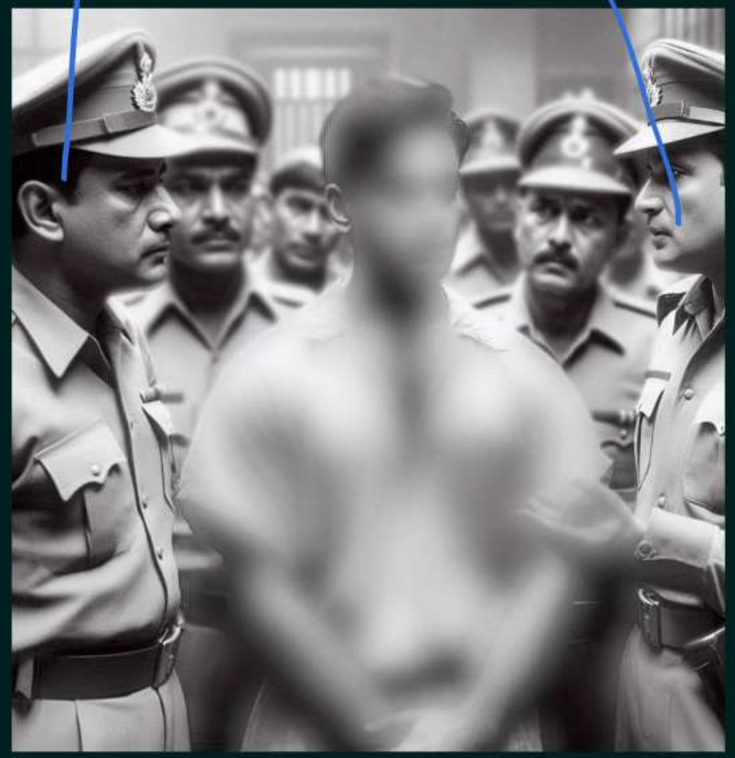

জেলে থেকে জেলে; ফরিদপুরের পথে

১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে সকালবেলা আমাকে জেলগেটে নিয়ে যাওয়া হলো এই কথা বলে যে, আমার সাথে আলোচনা আছে অনশন ধর্মঘটের ব্যাপার নিয়ে। আমি যখন জেলগেটে পৌঁছালাম দেখি, একটু পরে মহিউদ্দিনকেও নিয়ে আসা হয়েছে একই কথা বলে। কয়েক মিনিট পরে আমার মালপত্র, কাপড়চোপড় ও বিছানা নিয়ে জমাদার সাহেব হাজির। বললাম, ব্যাপার কী? কর্তৃপক্ষ বললেন, আপনাদের অন্য জেলে পাঠানোর হুকুম হয়েছে। জিজ্ঞাসা করলাম, কোন জেলে? কেউ কিছু বলেন না। এদিকে আর্মড পুলিশ, আইবি অফিসারও প্রস্তুত হয়ে এসেছে। খবর চাপা থাকে না। একজন আমাকে বলে দিল, ফরিদপুর জেলে। দুইজনকেই এক জেলে পাঠানো হচ্ছে। তখন নয়টা বেজে গেছে। এগারোটায় নারায়ণগঞ্জ থেকে জাহাজ ছাড়ে, সেই জাহাজ আমাদের ধরতে হবে। আমি দেরি করতে শুরু করলাম, কারণ তা না হলে কেউই জানবে না আমাদের কোথায় পাঠাচ্ছে। প্রথমে আমার বইগুলি এক এক করে মেলাতে শুরু করলাম, তারপর কাপড়গুলি। হিসাব-নিকাশ, কত টাকা খরচ হয়েছে, কত টাকা আছে। দেরি করতে করতে দশটা বাজিয়ে দিলাম।

জেলে থেকে জেলে; ফরিদপুরের পথে

রওয়ানা করতে আরও আধা ঘণ্টা লাগিয়ে দিলাম। আর্মড পুলিশের সুবেদার ও গোয়েন্দা কর্মচারীরা তাড়াতাড়ি করছিল। সুবেদার পাকিস্তান হওয়ার সময় গোপালগঞ্জে ছিল এবং সে একজন বেলুচি ভদ্রলোক। আমাকে খুবই ভালোবাসত এবং শ্রদ্ধা করত। আমাকে দেখেই বলে বসল, ইয়ে কেয়া বাত হ্যায়, আপ জেলখানা মে। আমি বললাম, কিস্‌মত। আর কিছুই বললাম না। আমাদের জন্য বন্ধ ঘোড়ার গাড়ি আনা হয়েছে। গাড়ির ভেতর জানালা উঠিয়ে ও দরজার কপাট বন্ধ করে দিল।

দুইজন ভেতরেই আমাদের সাথে বসল। আর একটা গাড়িতে অন্যরা পেছনে পেছনে ভিক্টোরিয়া পার্কের পাশে রোডের দিকে চলল। সেখানে যেয়ে দেখি পূর্বেই একজন আর্মড পুলিশ ট্যাক্সি রিজার্ভ করে দাঁড়িয়ে আছে। তখন ট্যাক্সি পাওয়া খুবই কষ্টকর ছিল। আমরা আস্তে আস্তে নামলাম ও উঠলাম। কোনো চেনা লোকের সাথে দেখা হলো না। যদিও এদিক ওদিক অনেকবার তাকিয়ে ছিলাম। ট্যাক্সি তাড়াতাড়ি চালাতে বলল। আমি ট্যাক্সিওয়ালাকে বললাম, "বেশি জোরে চালাবেন না, কারণ বাবার কালের জীবনটা যেন রাস্তায় না যায়।

উৎকর্ষ

♦ 'বায়ান্নর দিনগুলো'তে কারা-অভ্যন্তরে বঙ্গবন্ধুর অনশন করার কারণ – [ব. বো. ১৬]

ক. ভাষা-সংগ্রাম
খ. জেলারের দুর্ব্যবহার
গ. সরকারের দমন-পীড়ন
ঘ. বিনা বিচারে আটক রাখা

উৎকর্ষ

♦ 'বায়ান্নর দিনগুলো'তে কারা-অভ্যন্তরে বঙ্গবন্ধুর অনশন করার কারণ – [ব. বো. ১৬]

ক. ভাষা-সংগ্রাম
খ. জেলারের দুর্ব্যবহার
গ. সরকারের দমন-পীড়ন
ঘ. বিনা বিচারে আটক রাখা

উৎকর্ষ

◆ অনশন ধর্মঘটের ব্যাপারে আলোচনার কথা বলে বঙ্গবন্ধুকে কোন তারিখে জেলগেটে আনা হয়েছিল? [ম.বো. ২২]

ক. ১৫ মার্চ
খ. ১৫ ফেব্রুয়ারি
গ. ১৫ এপ্রিল
ঘ. ১৫ জুন

February

উৎকর্ষ

◆ অনশন ধর্মঘটের ব্যাপারে আলোচনার কথা বলে বঙ্গবন্ধুকে কোন তারিখে জেলগেটে আনা হয়েছিল? [ম.বো. ২২]

ক. ১৫ মার্চ
খ. ১৫ ফেব্রুয়ারি
গ. ১৫ এপ্রিল
ঘ. ১৫ জুন

উৎকর্ষ

♦ 'বাবার কালের জীবনটা যেন রাস্তায় না যায়'। – উক্তটির মধ্যে কি আছে?

ক. সাহসিকতা
খ. মশকরা
গ. রসবোধ
ঘ. নির্দেশ

উৎকর্ষ

♦ 'বাবার কালের জীবনটা যেন রাস্তায় না যায়'। – উক্তটির মধ্যে কি আছে?

ক. সাহসিকতা
খ. মশকরা
গ. রসবোধ
ঘ. নির্দেশ

জেল থেকে জেলে; ফরিদপুরে মহির দেখা

আমরা পৌঁছে খবর পেলাম জাহাজ ছেড়ে চলে গেছে। এখন উপায়? কোথায় আমাদের নিয়ে যাবে? রাত একটায় আর একটা জাহাজ ছাড়বে। আমাদের নারায়ণগঞ্জ থানায় নিয়ে যাওয়া হলো। ওপরওলাদের টেলিফোন করল এবং হুকুম নিল থানায়ই রাখতে। আমাদের পুলিশ ব্যারাকের একটা ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো।

রাত এগারোটায় আমরা স্টেশনে আসলাম। জাহাজ ঘাটেই ছিল, আমরা উঠে পড়লাম। জাহাজ না ছাড়া পর্যন্ত সহকর্মীরা অপেক্ষা করল। রাত একটার সময় সকলের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। বললাম, "জীবনে আর দেখা না হতেও পারে। সকলে যেন আমাকে ক্ষমা করে দেয়। দুঃখ আমার নাই। একদিন মরতেই হবে, অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে যদি মরতে পারি, সে মরাতেও শান্তি আছে।"

জাহাজ ছেড়ে দিল, আমরা বিছানা করে শুয়ে পড়লাম। সকালে দুইজনে পরামর্শ করে ঠিক করলাম, জাহাজে অনশন করি কী করে? আমাদের জেলে নিতে হবে অনশন শুরু করার পূর্বে। সমস্ত দিন জাহাজ চলল, রাতে গোয়ালন্দ ঘাটে এলাম। সেখান থেকে ট্রেনে রাত চারটায় ফরিদপুর পৌঁছালাম। রাতে আমাদের জেল কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করল না। আমরা দুইজনে জেল সিপাহিদের ব্যারাকের বারান্দায় কাটালাম।

২টায় (জাহাজ)

↓

গোয়ালন্দ

↓

ট্রেন

↓

(৪→ ফরিদপুর)

জেল থেকে জেলে; ফরিদপুরে মহির দেখা

সকালবেলা সুবেদার সাহেবকে বললাম, "জেল অফিসাররা না আসলে তো আমাদের জেলে নিবে না, চলেন কিছু নাশতা করে আসি।' নাশতা খাবার ইচ্ছা আমাদের নাই। তবে যদি কারও সাথে দেখা হয়ে যায়, তাহলে ফরিদপুরের সহকর্মীরা জানতে পারবে, আমরা ফরিদপুর জেলে আছি এবং অনশন ধর্মঘট করছি। আধাঘণ্টা দেরি করলাম, কাউকেও দেখিনা। চায়ের দোকানের মালিক এসেছে, তাকে আমি আমার নাম বললাম এবং খবর দিতে বললাম আমার সহকর্মীদের। আমরা জেলের দিকে রওয়ানা করছি, এমন সময় আওয়ামী লীগের এক কর্মী, তার নামও মহিউদ্দিন-সকলে মহি বলে ডাকে, তার সঙ্গে দেখা। আমি যখন ফরিদপুরে ১৯৪৬ সালের ইলেকশনে ওয়ার্কার ইনচার্জ ছিলাম, তখন আমার সাথে সাথে কাজ করেছে। মহি সাইকেলে যাচ্ছিল, আমি তাকে দেখে ডাক দিলাম নাম ধরে, সে সাইকেল থেকে আমাকে দেখে এগিয়ে আসল। আইবি নিষেধ করছিল। আমি শুনলাম না, তাকে এক ধমক দিলাম এবং মহিকে বললাম, আমাদের ফরিদপুর জেলে এনেছে এবং আজ থেকে অনশন করছি সকলকে এ খবর দিতে।

(IB) সাইকেল → মহিউদ্দিন (মহি)

উৎকর্ষ

◆ ওপরওয়ালাদের নির্দেশ বঙ্গবন্ধুকে নারায়ণগঞ্জে কোথায় রাখা হয়েছিল? [রা. বো. ২২]

ক) জাহাজ ঘাটে

খ) পুলিশ ব্যারাকের ঘরে

গ) ভিক্টোরিয়া পার্কে

ঘ) থানা হাজতে

উৎকর্ষ

◆ ওপরওয়ালাদের নির্দেশ বঙ্গবন্ধুকে নারায়ণগঞ্জে কোথায় রাখা হয়েছিল? [রা. বো. ২২]

ক) জাহাজ ঘাটে
খ) পুলিশ ব্যারাকের ঘরে
গ) ভিক্টোরিয়া পার্কে
ঘ) থানা হাজতে

উৎকর্ষ

♦ 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কাকে তাঁর সহকর্মীদের খবর দিতে বললেন? [ঢা.বো. ১৯]

ক) চায়ের দোকানের মালিক
খ) নৌকার মাঝি
গ) গাড়ির ড্রাইভার
ঘ) মহিউদ্দিন

উৎকর্ষ

♦ 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কাকে তাঁর সহকর্মীদের খবর দিতে বললেন? [ঢা.বো. ১৯]

ক) চায়ের দোকানের মালিক
খ) নৌকার মাঝি
গ) গাড়ির ড্রাইভার
ঘ) মহিউদ্দিন

উৎকর্ষ

♦ গোয়ালন্দ থেকে ফরিদপুর শেখ মুজিবুর রহমান কীসে আসেন?

ক) স্টিমারে
খ) ট্রেনে
গ) বাসে
ঘ) নৌকায়

উৎকর্ষ

◆ গোয়ালন্দ থেকে ফরিদপুর শেখ মুজিবুর রহমান কীসে আসেন?

ক) স্টিমারে
খ) ট্রেনে
গ) বাসে
ঘ) নৌকায়

উৎকর্ষ

◆ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কত সালের ইলেকশনে ওয়ার্কার ইনচার্জ ছিলেন?

ক) ১৯৩৫
খ) ১৯৪৬ → (১৯৪৬)
গ) ১৯৫৪
ঘ) ১৯৭০

উৎকর্ষ

◆ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কত সালের ইলেকশনে ওয়ার্কার ইনচার্জ ছিলেন?

ক) ১৯৩৫

খ) ১৯৪৬

গ) ১৯৫৪

ঘ) ১৯৭০

$$\left[\, 5.55 - 6.\underline{1}0 \,\right]$$

অনশন শুরু ও শারীরিক অবনতি

আমরা জেলগেটে এসে দেখি, জেলার সাহেব, ডেপুটি জেলার সাহেব এসে গেছেন।আমাদের তাড়াতাড়ি ভেতরে নিয়ে যেতে বললেন। তাঁরা পূর্বেই খবর পেয়েছিলেন। জায়গাও ঠিক করে রেখেছেন, তবে রাজবন্দিদের সাথে নয়, অন্য জায়গায়।আমরা তাড়াতাড়ি ঔষধ খেলাম পেট পরিষ্কার করবার জন্য।তারপর অনশন ধর্মঘট শুরু করলাম।দুই দিন পর অবস্থা খারাপ হলে আমাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো।আমাদের দুইজনেরই শরীর খারাপ।মহিউদ্দিন ভুগছে প্লুরিসিস রোগে, আর আমি ভুগছি নানা রোগে।চার দিন পরে আমাদের নাক দিয়ে জোর করে খাওয়াতে শুরু করল। মহাবিপদ! নাকের ভিতর দিয়ে নল পেটের মধ্যে পর্যন্ত দেয়।তারপর নলের মুখে একটা কাপের মতো লাগিয়ে দেয়। একটা ছিদ্রও থাকে।সে কাপের মধ্যে দুধের মতো পাতলা করে খাবার তৈরি করে পেটের ভেতর ঢেলে দেয়।এদের কথা হলো, "মরতে দেব না।"

অনশন শুরু ও শারীরিক অবনতি

আমার নাকে একটা ব্যারাম ছিল। দুই-তিনবার দেবার পরেই ঘা হয়ে গেছে। রক্ত আসে আর যন্ত্রণা পাই। আমরা আপত্তি করতে লাগলাম। জেল কর্তৃপক্ষ শুনছে না। খুবই কষ্ট হচ্ছে। আমার দুইটা নাকের ভেতরই ঘা হয়ে গেছে। তারা হ্যান্ডকাফ পরানোর লোকজন নিয়ে আসে। বাধা দিলে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে জোর করে ধরে খাওয়াবে। আমাদের শরীরও খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে। পাঁচ-ছয় দিন পরে বিছানা থেকে ওঠার শক্তি হারিয়ে ফেলেছি। আমরা ইচ্ছা করে কাগজি লেবুর রস দিয়ে লবণ পানি খেতাম। কারণ এর মধ্যে কোনো ফুড ভ্যালু নাই। আমাদের ওজনও কমতে ছিল। নাকের মধ্য দিয়ে নল দিয়ে খাওয়ার সময় নলটা একটু এদিক ওদিক হলেই আর উপায় থাকবে না। সিভিল সার্জন সাহেব, ডাক্তার সাহেব ও জেল কর্তৃপক্ষ আমাদের কোনো অসুবিধা না হয়, তার চেষ্টা করছিলেন। বার বার সিভিল সার্জন সাহেব অনশন করতে নিষেধ করছিলেন। আমার ও মহিউদ্দিনের শরীর অতিশয় দুর্বল হয়ে পড়েছে। এখন আর বিছানা থেকে উঠবার শক্তি নাই। আমার হার্টের অবস্থা খারাপ হয়ে পড়েছে বুঝতে পারলাম। প্যালপিটিশন হয় ভীষণভাবে। নিঃশ্বাস ফেলতে কষ্ট হয়। ভাবলাম আর বেশি দিন নাই। একজন কয়েদিকে দিয়ে গোপনে কয়েক টুকরা কাগজ আনালাম। যদিও হাত কাঁপে তথাপি ছোট ছোট করে চারটা চিঠি লিখলাম। আব্বার কাছে একটা, রেণুর কাছে একটা, আর দুইটা শহীদ সাহেব ও ভাসানী সাহেবের কাছে। দু-একদিন পরে আর লেখার শক্তি থাকবে না।

উৎকর্ষ

মহিউদ্দিন আহমদ ও শেখ মুজিবুর রহমান কেন ওষুধ খেলেন?

ক) রোগ নিরাময়ের জন্য
খ) পেট পরিষ্কার করার জন্য
গ) স্বাস্থ্যবান হওয়ার জন্য
ঘ) রোগ নির্ণয়ের জ

উৎকর্ষ

মহিউদ্দিন আহমদ ও শেখ মুজিবুর রহমান কেন ওষুধ খেলেন?

ক) রোগ নিরাময়ের জন্য
খ) পেট পরিষ্কার করার জন্য
গ) স্বাস্থ্যবান হওয়ার জন্য
ঘ) রোগ নির্ণয়ের জ

উৎকর্ষ

ফরিদপুর জেলে অনশনে থাকাকালে শেখ মুজিবুর রহমান কোন অসুখে ভুগছিলেন?

ক) প্লুরিসিস
খ) বক্ষব্যাধি
গ) ডায়েরিয়া
ঘ) হার্টের দুর্বল

উৎকর্ষ

ফরিদপুর জেলে অনশনে থাকাকালে শেখ মুজিবুর রহমান কোন অসুখে ভুগছিলেন?

ক) প্লুরিসিস
খ) বক্ষব্যাধি
গ) ডায়েরিয়া
ঘ) হার্টের দুর্বল

রক্তাক্ত '২১ ও হত্যা-গ্রেফতার

একুশে ফেব্রুয়ারি আমরা উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা নিয়ে দিন কাটালাম, রাতে সিপাহিরা ডিউটিতে এসে খবর দিল, ঢাকায় ভীষণ গোলমাল হয়েছে। কয়েকজন লোক গুলি খেয়ে মারা গেছে। রেডিওর খবর। ফরিদপুরে হরতাল হয়েছে, ছাত্র-ছাত্রীরা শোভাযাত্রা করে জেলগেটে এসেছিল। তারা বিভিন্ন স্লোগান দিচ্ছিল, 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'বাঙালিদের শোষণ করা চলবে না', 'শেখ মুজিবের মুক্তি চাই', 'রাজবন্দিদের মুক্তি চাই' আরও অনেক স্লোগান। আমার খুব খারাপ লাগল। কারণ, ফরিদপুর আমার জেলা, মহিউদ্দিনের নামে কোনো স্লোগান দিচ্ছে না কেন? শুধু 'রাজবন্দিদের মুক্তি চাই' বললেই তো হতো। রাতে যখন ঢাকার খবর পেলাম তখন ভীষণ চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়লাম। কত লোক মারা গেছে বলা কষ্টকর। তবে অনেক লোক গুলি খেয়ে মারা গেছে শুনেছি। দুজনে পাশাপাশি বিছানায় শুয়ে আছি। ডাক্তার সাহেব আমাদের নড়াচড়া করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু উত্তেজনায় উঠে বসলাম।

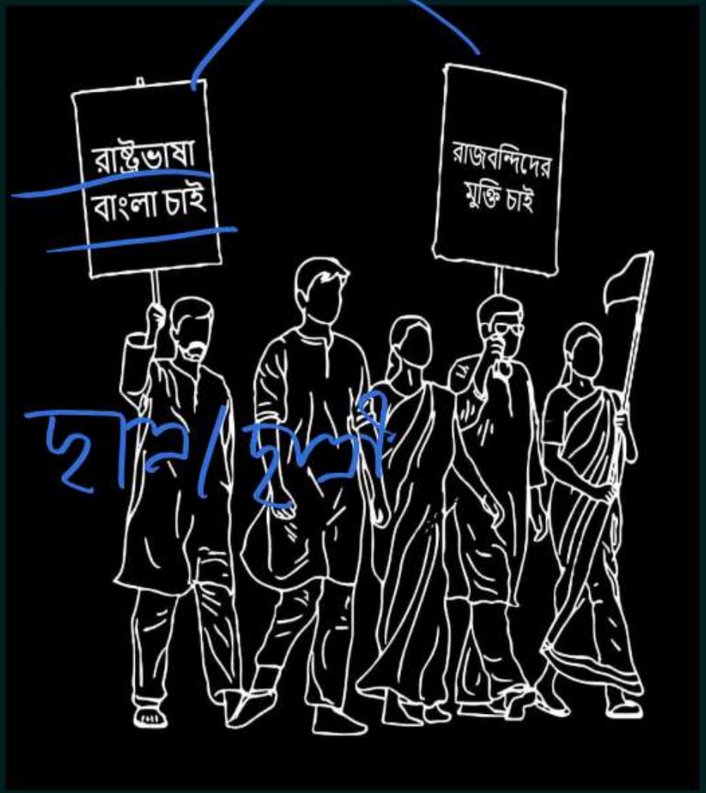

রক্তাক্ত ২১ ও হত্যা-গ্রেফতার

খবরের কাগজে দেখলাম, মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ এমএলএ, খয়রাত হোসেন এমএলএ, খান সাহেব ওসমান আলী এমএলএ এবং মোহাম্মদ আবুল হোসেন ও খোন্দকার মোশতাক আহমদসহ শত শত ছাত্র ও কর্মীকে গ্রেফতার করেছে। দু-একদিন পরে দেখলাম কয়েকজন প্রফেসর, মওলানা ভাসানী, শামসুল হক সাহেব ও বহু আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীকে গ্রেফতার করেছে। নারায়ণগঞ্জে খানসাহেব ওসমান আলীর বাড়ির ভেতরে ঢুকে ভীষণ মারপিট করেছে। বৃদ্ধ খান সাহেব ও তাঁর ছেলেমেয়েদের ওপর অকথ্য অত্যাচার হয়েছে। সমস্ত ঢাকায় ও নারায়ণগঞ্জে এক ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছে। আওয়ামী লীগের কোনো কর্মীই বোধহয় আর জেলখানার বাইরে নাই।

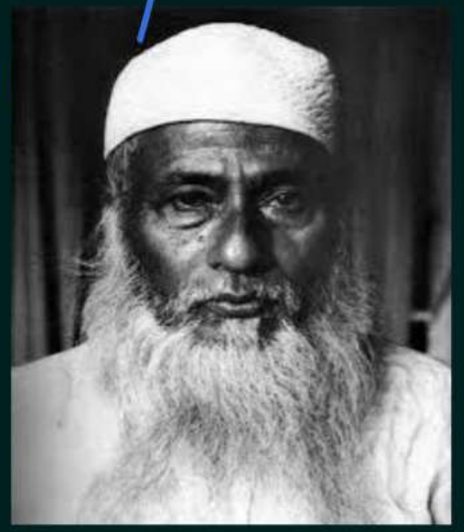

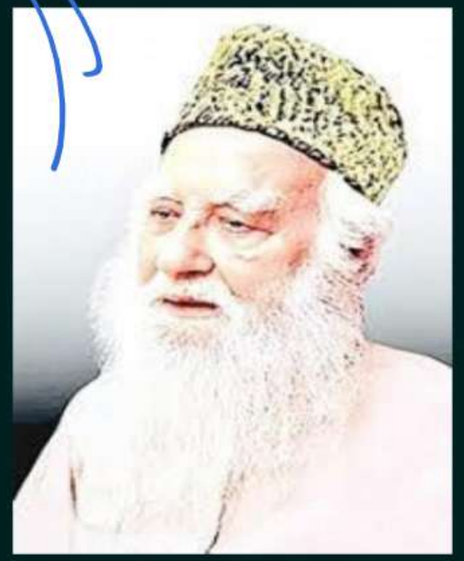

রক্তাক্ত ২১ ও হত্যা-গ্রেফতার

২২ তারিখে সারা দিন ফরিদপুরে শোভাযাত্রা চলল। কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী এক জায়গায় হলেই স্লোগান দেয়। ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়েরা রাস্তায় বেড়ায় আর স্লোগান দেয়। ২২ তারিখে খবরের কাগজ এল, কিছু কিছু খবর পেলাম। মুসলিম লীগ সরকার কত বড় অপরিণামদর্শিতার কাজ করল। মাতৃভাষা আন্দোলনে পৃথিবীতে এই প্রথম বাঙালিরাই রক্ত দিল। দুনিয়ার কোথাও ভাষা আন্দোলন করার জন্য গুলি করে হত্যা করা হয় নাই। জনাব নূরুল আমিন বুঝতে পারলেন না, আমলাতন্ত্র তাঁকে কোথায় নিয়ে গেল। গুলি হলো মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের এরিয়ার ভেতরে, রাস্তায়ও নয়। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করলেও গুলি না করে গ্রেফতার করলেই তো চলত। আমি ভাবলাম, দেখব কি না জানি না, তবে রক্ত যখন আমাদের ছেলেরা দিয়েছে তখন বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা না করে আর উপায় নাই। মানুষের যখন পতন আসে তখন পদে পদে ভুল হতে থাকে।

উৎকর্ষ

◆ ভাষা সৈনিকের শহিদ হওয়ার খবর বঙ্গবন্ধু কীভাবে পেয়েছিলেন? [চ. বো.]

ক) সিপাহিদের মাধ্যমে
খ) প্রহরীদের সহায়তায়
গ) রেডিও শুনে
ঘ) বন্দিদের কাছ থেকে

উৎকর্ষ

◆ ভাষা সৈনিকের শহিদ হওয়ার খবর বঙ্গবন্ধু কীভাবে পেয়েছিলেন? [চ. বো.]

ক) সিপাহিদের মাধ্যমে → Radio

খ) প্রহরীদের সহায়তায়

গ) রেডিও শুনে

ঘ) বন্দিদের কাছ থেকে

উৎকর্ষ

নূরুল

♦ বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় 'মানুষের যখন পতন আসে তখন পদে পদে ভুল হতে থাকে'- উক্তিটির দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? [সি. বো. ১৯]

ক) উৎকণ্ঠা

খ) নেতিবাচকতা

গ) স্থূলতা

ঘ) অপরিণামদর্শিতা → ভবিষ্যৎ ভেবে যে কাজ করে না।

উৎকর্ষ

♦ বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় 'মানুষের যখন পতন আসে তখন পদে পদে ভুল হতে থাকে'- উক্তিটির দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? [সি. বো. ১৯]

ক) উৎকণ্ঠা
খ) নেতিবাচকতা
গ) স্থূলতা
ঘ) অপরিণামদর্শিতা

উৎকর্ষ

♦ ফরিদপুরে সারা দিন শোভাযাত্রা চলেছিল কত তারিখে? [ব. বো, ২২]

ক) ২০ ফেব্রুয়ারি
খ) ২১ ফেব্রুয়ারি
গ) ২২ ফেব্রুয়ারি
ঘ) ২৩ ফেব্রুয়ারি

উৎকর্ষ

♦ ফরিদপুরে সারা দিন শোভাযাত্রা চলেছিল কত তারিখে? [ব. বো, ২২]

ক) ২০ ফেব্রুয়ারি
খ) ২১ ফেব্রুয়ারি
গ) ২২ ফেব্রুয়ারি
ঘ) ২৩ ফেব্রুয়ারি

Y/N

উৎকর্ষ

♦ মানুষের যখন পতন আসে তখন পদে পদে ভুল হতে থাকে।- এখানে কোন প্রসঙ্গে কথাটি বলা হয়েছে? [রা. বো ১৬]

ক) সাতচল্লিশে দেশভাগ
খ) ভাষা-আন্দোলনে গুলিবর্ষণ (1952)
গ) উনসত্তরের অভ্যুত্থানে গুলিবর্ষণ
ঘ) ২৫ মার্চে গুলিবর্ষণ

উৎকর্ষ

♦ মানুষের যখন পতন আসে তখন পদে পদে ভুল হতে থাকে।- এখানে কোন প্রসঙ্গে কথাটি বলা হয়েছে? [রা. বো ১৬]

ক) সাতচল্লিশে দেশভাগ

খ) ভাষা-আন্দোলনে গুলিবর্ষণ

গ) উনসত্তরের অভ্যুত্থানে গুলিবর্ষণ

ঘ) ২৫ মার্চে গুলিবর্ষণ

মৃত্যু পথযাত্রী ও ৪টি চিঠি

আমাদের অবস্থা এখন এমন পর্যায়ে এসেছে যে, যে-কোনো মুহূর্তে মৃত্যুর শান্তি-ছায়ায় চিরদিনের জন্য স্থান পেতে পারি।সিভিল সার্জন সাহেব দিনের মধ্যে পাঁচ-সাতবার আমাদের দেখতে আসেন। ২৫ তারিখ সকালে যখন আমাকে তিনি পরীক্ষা করছিলেন হঠাৎ দেখলাম, তার মুখ গম্ভীর হয়ে গেছে।তিনি কোনো কথা না বলে, মুখ কালো করে বেরিয়ে গেলেন।আমি বুঝলাম, আমার দিন ফুরিয়ে গেছে।কিছু সময় পরে আবার ফিরে এসে বললেন, "এভাবে মৃত্যুবরণ করে কি কোনো লাভ হবে? বাংলাদেশ যে আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করে।" আমার কথা বলতে কষ্ট হয়, আস্তে আস্তে বললাম, "অনেক লোক আছে।কাজ পড়ে থাকবে না।দেশকে ও দেশের মানুষকে ভালোবাসি, তাদের জন্যই জীবন দিতে পারলাম, এই শান্তি।' ডেপুটি জেলার সাহেব বললেন, "কাউকে খবর দিতে হবে কি না? আপনার ছেলেমেয়ে ও স্ত্রী কোথায়? আপনার আব্বার কাছে কোনো টেলিগ্রাম করবেন?" বললাম, "দরকার নাই।আর তাদের কষ্ট দিতে চাই না।' আমি আশা ছেড়ে দিয়েছি, হাত-পা অবশ হয়ে আসছিল।হার্টের দুর্বলতা না থাকলে এত তাড়াতাড়ি দুর্বল হয়ে পড়তাম না।একজন কয়েদি ছিল, আমার হাত-পায়ে সরিষার তেল গরম করে মালিশ করতে শুরু করল।মাঝে মাঝে ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছিল।

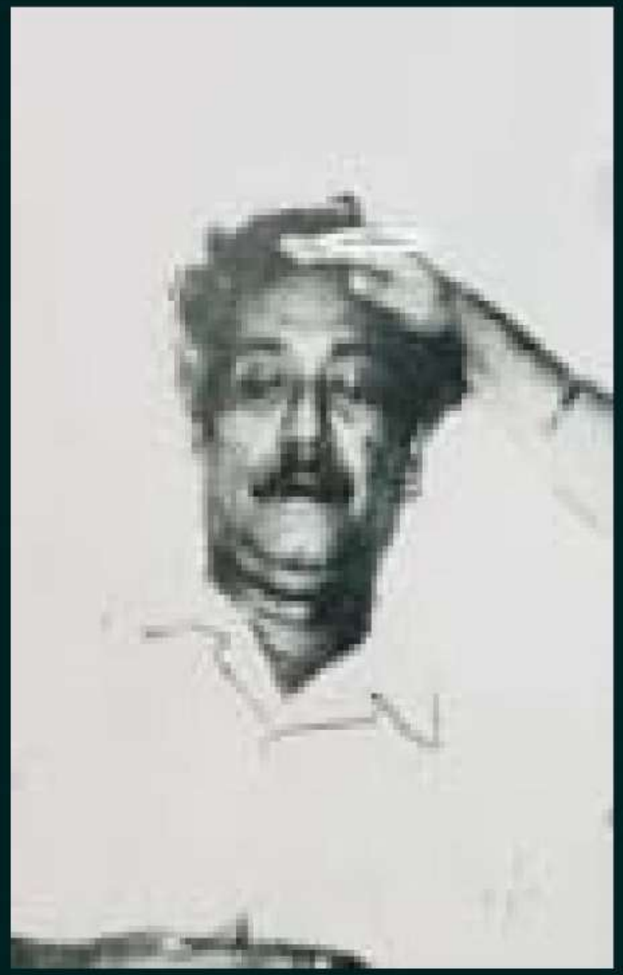

মৃত্যু পথযাত্রী ও ৪টি চিঠি

মহিউদ্দিনের অবস্থাও ভালো না, কারণ প্লুরিসিস আবার আক্রমণ করে বসেছে। আমার চিঠি চারখানা একজন কর্মচারীকে ডেকে তাঁর কাছে দিয়ে বললাম, আমার মৃত্যুর পরে চিঠি চারখানা ফরিদপুরে আমার এক আত্মীয়ের কাছে পৌছে দিতে। তিনি কথা দিলেন, আমি তাঁর কাছ থেকে ওয়াদা নিলাম। বার বার আব্বা, মা, ভাইবোনদের চেহারা ভেসে আসছিল আমার চোখের সামনে। রেণুর দশা কী হবে? তার তো কেউ নাই দুনিয়ায়। ছোট ছেলেমেয়ে দুইটার অবস্থাই বা কী হবে? তবে আমার আব্বা ও ছোট ভাই ওদের ফেলবে না, এ বিশ্বাস আমার ছিল। চিন্তাশক্তিও হারিয়ে ফেলছিলাম। হাচিনা, কামালকে একবার দেখতেও পারলাম না। বাড়ির কেউ খবর পায় নাই, পেলে নিশ্চয়ই আসত। মহিউদ্দিন ও আমি পাশাপাশি দুইটা খাট পেতে নিয়েছিলাম। একজন আরেকজনের হাত ধরে শুয়ে থাকতাম। দুজনেই চুপচাপ পড়ে থাকি। আমার বুকে ব্যথা শুরু হয়েছে। সিভিল সার্জন সাহেবের কোনো সময়-অসময় ছিল না। আসছেন, দেখছেন, চলে যাচ্ছেন। ২৭ তারিখ দিনের বেলা আমার অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়ল। বোধহয় আর দু-একদিন বাঁচতে পারি।

উৎকর্ষ

◆ অনশনরত অবস্থায় স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে ভাবনা বঙ্গবন্ধু চরিত্রের কোন দিকটিকে তুলে ধরে? [সি. বো. ২৩]

ক) দায়িত্ববোধ
খ) চিন্তাশীলতা
গ) উদারতা
ঘ) স্পর্শকাতরতা

উৎকর্ষ

◆ অনশনরত অবস্থায় স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে ভাবনা বঙ্গবন্ধু চরিত্রের কোন দিকটিকে তুলে ধরে? [সি. বো. ২৩]

ক) দায়িত্ববোধ
খ) চিন্তাশীলতা
গ) উদারতা
ঘ) স্পর্শকাতরতা

উৎকর্ষ

◆ 'সে মরাতেও শান্তি আছে।' – লেখক শেখ মুজিবুর রহমান কোন মৃত্যুতে শান্তির কথা বলেছেন? [দি.বো. ১৭]

ক. ভাষা আন্দোলনে অংশ নিয়ে
খ. স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ নিয়ে
গ. অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে
ঘ. জনতার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে

উৎকর্ষ

♦ 'সে মরাতেও শান্তি আছে।' – লেখক শেখ মুজিবুর রহমান কোন মৃত্যুতে শান্তির কথা বলেছেন? [দি.বো. ১৭]

ক. ভাষা আন্দোলনে অংশ নিয়ে
খ. স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ নিয়ে
গ. অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে
ঘ. জনতার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে

উৎকর্ষ

♦ 'বাংলাদেশ যে আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু প্রত্যাশা করে।'- উক্তিটি দ্বারা 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় কী বোঝানো হয়েছে?

ক) বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী আত্মজীবনী লেখার সুযোগ
খ) বঙ্গবন্ধুর বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও রাজনৈতিক পর্যবেক্ষণ
গ) বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর আপসহীনতা
ঘ) মুক্তিকামী মানুষের জন্য বঙ্গবন্ধুর সফল নেতৃত্ব

উৎকর্ষ

◆ 'বাংলাদেশ যে আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু প্রত্যাশা করে।- উক্তিটি দ্বারা 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় কী বোঝানো হয়েছে?

ক) বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী আত্মজীবনী লেখার সুযোগ
খ) বঙ্গবন্ধুর বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও রাজনৈতিক পর্যবেক্ষণ
গ) বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর আপসহীনতা
ঘ) মুক্তিকামী মানুষের জন্য বঙ্গবন্ধুর সফল নেতৃত্ব

উৎকর্ষ

♦ 'বাংলাদেশ যে আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করে।'-
'বায়ান্নর দিনগুলো'তে এই 'অনেক কিছু' হলো-
[ঢা. বো.১৭, কু.বো, ১৭]

ক) যুদ্ধ
খ) স্বাধীনতা
গ) অভ্যুত্থান
ঘ) যোগ্য নেতৃত্ব

উৎকর্ষ

♦ 'বাংলাদেশ যে আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করে।'-
'বায়ান্নর দিনগুলো'তে এই 'অনেক কিছু' হলো-
[ঢা. বো.১৭, কু.বো, ১৭]

ক) যুদ্ধ
খ) স্বাধীনতা
গ) অভ্যুত্থান
ঘ) যোগ্য নেতৃত্ব

উৎকর্ষ

(DU, JU, JnU GTS)

◆ অনশন চলাকালে বঙ্গবন্ধু কয়টি চিঠি লিখেছিলেন?

ক)দুইটি

খ) চারটি > ৪টি।

গ) তিনটি

ঘ) পাঁচটি

উৎকর্ষ

◆ অনশন চলাকালে বঙ্গবন্ধু কয়টি চিঠি লিখেছিলেন?

ক) দুইটি
খ) চারটি
গ) তিনটি
ঘ) পাঁচটি

মুক্তি ও বাবার আগমন

২৭ তারিখ রাত আটটার সময় আমরা দুইজন চুপচাপ শুয়ে আছি। কারও সাথে কথা বলার ইচ্ছাও নাই, শক্তিও নাই। দুইজনেই শুয়ে শুয়ে কয়েদির সাহায্যে ওজু করে খোদার কাছে মাপ চেয়ে নিয়েছি। দরজা খুলে বাইরে থেকে ডেপুটি জেলার এসে আমার কাছে বসলেন এবং বললেন, "আপনাকে যদি মুক্তি দেওয়া হয়, তবে খাবেন তো?" বললাম, "মুক্তি দিলে খাব, না দিলে খাব না। তবে আমার লাশ মুক্তি পেয়ে যাবে।' ডাক্তার সাহেব এবং আরও কয়েকজন কর্মচারী এসে গেছে, চেয়ে দেখলাম। ডেপুটি জেলার সাহেব বললেন, 'আমি পড়ে শোনাই, আপনার মুক্তির অর্ডার এসে গেছে রেডিওগ্রামে এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের অফিস থেকেও অর্ডার এসেছে। দুইটা অর্ডার পেয়েছি।' তিনি পড়ে শোনালেন, আমি বিশ্বাস করতে চাইলাম না। মহিউদ্দিন শুয়ে শুয়ে অর্ডারটা দেখল এবং বলল যে, "তোমার অর্ডার এসেছে।' আমাকে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। ডেপুটি সাহেব বললেন, "আমাকে অবিশ্বাস করার কিছুই নাই। কারণ, আমার কোনো স্বার্থ নাই; আপনার মুক্তির আদেশ সত্যিই এসেছে।' ডাক্তার সাহেব ডাবের পানি আনিয়েছেন। মহিউদ্দিনকে দুইজন ধরে বসিয়ে দিলেন। সে আমাকে বলল, "তোমাকে ডাবের পানি আমি খাইয়ে দিব।' দুই চামচ ডাবের পানি দিয়ে মহিউদ্দিন আমার অনশন ভাঙিয়ে দিল।

ডাব

ডাক্তার সাহেব

কে ডাব নিয়ে আসলো?

কে ডাবের পানি খাইয়ে দিলো?

মহিউদ্দিন

মুক্তি ও বাবার আগমন

সকাল দশটার দিকে খবর পেলাম, আব্বা এসেছেন। জেলগেটে আমাকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই কর্তৃপক্ষ তাঁকে ভিতরে নিয়ে আসলেন। আমাকে দেখেই আব্বার চোখে পানি এসে গেছে। আব্বার সহ্যশক্তি খুব বেশি। কোনোমতে চোখের পানি মুছে ফেললেন। কাছে বসে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন এবং বললেন, তোমার মুক্তির আদেশ হয়েছে, তোমাকে আমি নিয়ে যাব বাড়িতে। আমি ঢাকায় গিয়েছিলাম তোমার মা, রেণু, হাচিনা ও কামালকে নিয়ে, দুই দিন বসে রইলাম, কেউ খবর দেয় না, তোমাকে কোথায় নিয়ে গেছে। তুমি ঢাকায় নাই একথা জেলগেট থেকে বলেছে। যদিও পরে খবর পেলাম, তুমি ফরিদপুর জেলে আছ। তখন যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ। নারায়ণগঞ্জ এসে যে জাহাজ ধরব তারও উপায় নেই। তোমার মা ও রেণুকে ঢাকায় রেখে আমি চলে এসেছি। কারণ, আমার সন্দেহ হয়েছিল তোমাকে ফরিদপুর নেওয়া হয়েছে কি না। আজই টেলিগ্রাম করব, তারা যেন বাড়িতে রওয়ানা হয়ে যায়। আমি আগামীকাল বা পরশু তোমাকে নিয়ে রওয়ানা করব, বাকি খোদা ভরসা। সিভিল সার্জন সাহেব বলেছেন, তোমাকে নিয়ে যেতে হলে লিখে দিতে হবে যে, "আমার দায়িত্বে নিয়ে যাচ্ছি।" আব্বা আমাকে সান্ত্বনা দিলেন এবং বললেন, তিনি খবর পেয়েছেন মহিউদ্দিনও মুক্তি পাবে, তবে একসাথে ছাড়বে না, একদিন পরে ছাড়বে। পরের দিন আব্বা আমাকে নিতে আসলেন। অনেক লোক জেলগেটে হাজির। আমাকে স্ট্রেচারে করে জেলগেটে নিয়ে যাওয়া হলো এবং গেটের বাইরে রেখে দিল, যদি কিছু হয় বাইরে গিয়ে হোক, এই তাদের ধারণা।

উৎকর্ষ

♦ ১৯৫২ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির জন্য কয়টি অর্ডার এসেছিল? [রা.বো. ১৭]

ক) একটি

খ) দুইটি

গ) তিনটি

ঘ) চারটি

উৎকর্ষ

♦ ১৯৫২ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির জন্য কয়টি অর্ডার এসেছিল? [রা.বো. ১৭]

ক) একটি → রেডিওগ্রাম

খ) দুইটি → তিনা ম্যাপ্তি

গ) তিনটি

ঘ) চারটি

উৎকর্ষ

◆ কত তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কারা মুক্তির আদেশ এসেছিল?[কু. বো. ২৩]

ক) ২৫ ফেব্রুয়ারি
খ) ২৬ ফেব্রুয়ারি
গ) ২৭ ফেব্রুয়ারি
ঘ) ২৮ ফেব্রুয়ারি

উৎকর্ষ

◆ কত তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কারা মুক্তির আদেশ এসেছিল?[কু. বো. ২৩]

ক) ২৫ ফেব্রুয়ারি
খ) ২৬ ফেব্রুয়ারি
গ) ২৭ ফেব্রুয়ারি
ঘ) ২৮ ফেব্রুয়ারি

উৎকর্ষ

♦ জেল থেকে মুক্তির পর শেখ মুজিবুর রহমানকে নিতে এসেছিলেন কে?

ক) বাবা
খ) স্ত্রী
গ) মা
ঘ) সহকর্মী

উৎকর্ষ

♦ জেল থেকে মুক্তির পর শেখ মুজিবুর রহমানকে নিতে এসেছিলেন কে?

ক) বাবা
খ) স্ত্রী
গ) মা
ঘ) সহকর্মী

হাচুর স্লোগান, রেণুর প্রতীক্ষা ও কামালের আব্বু

পাঁচদিন পর বাড়ি পৌঁছালাম। মাকে তো বোঝানো কষ্টকর। হাচু আমার গলা ধরে প্রথমেই বলল, "আব্বা, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, রাজবন্দিদের মুক্তি চাই।" একুশে ফেব্রুয়ারি ওরা ঢাকায় ছিল, যা শুনেছে তাই বলে চলেছে। কামাল আমার কাছে আসল না, তবে আমার দিকে চেয়ে রইল। আমি খুব দুর্বল, বিছানায় শুয়ে পড়লাম। গতকাল রেণু ও মা ঢাকা থেকে বাড়ি এসে আমার প্রতীক্ষায় দিন কাটাচ্ছিল। এক এক করে সকলে যখন আমার কামরা থেকে বিদায় নিল, তখন রেণু কেঁদে ফেলল এবং বলল, তোমার চিঠি পেয়ে আমি বুঝেছিলাম, তুমি কিছু একটা করে ফেলবা। আমি তোমাকে দেখবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। কাকে বলব নিয়ে যেতে, আব্বাকে বলতে পারি না লজ্জায়। নাসের ভাই বাড়ি নাই। যখন খবর পেলাম খবরের কাগজে, তখন লজ্জা শরম ত্যাগ করে আব্বাকে বললাম। আব্বা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তাই রওয়ানা করলাম ঢাকায়, সোজা আমাদের বড় নৌকায় তিনজন মাল্লা নিয়ে।

হাচুর স্লোগান, রেণুর প্রতীক্ষা ও কামালের আব্বু

কেন তুমি অনশন করতে গিয়েছিলে? এদের কি দয়া মায়া আছে? আমাদের কারও কথাও তোমার মনে ছিল না? কিছু একটা হলে কী উপায় হতো? আমি এই দুইটা দুধের বাচ্চা নিয়ে কী করে বাঁচতাম? হাচিনা, কামালের অবস্থা কী হতো? তুমি বলবা, খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট তো হতো না? মানুষ কি শুধু খাওয়া-পরা নিয়েই বেঁচে থাকতে চায়? আর মরে গেলে দেশের কাজই-বা কীভাবে করতা?' আমি তাকে কিছুই বললাম না। তাকে বলতে দিলাম, কারণ মনের কথা প্রকাশ করতে পারলে ব্যথাটা কিছু কমে যায়। রেণু খুব চাপা, আজ যেন কথার বাঁধ ভেঙে গেছে। শুধু বললাম, "উপায় ছিল না।' বাচ্চা দুইটা ঘুমিয়ে পড়েছে। শুয়ে পড়লাম। সাতাশ-আটাশ মাস পরে আমার সেই পুরানা জায়গায়, পুরানা কামরায়, পুরানা বিছানায় শুয়ে কারাগারের নির্জন প্রকোষ্ঠের দিনগুলির কথা মনে পড়ল। ঢাকার খবর সবই পেয়েছিলাম। মহিউদ্দিনও মুক্তি পেয়েছে। আমি বাইরে এলাম আর আমার সহকর্মীরা আবার জেলে গিয়েছে। পরের দিন সকালে আব্বা ডাক্তার আনালেন। সিভিল সার্জন সাহেবের প্রেসক্রিপশনও ছিল। ডাক্তার সকলকে বললেন, আমাকে যেন বিছানা থেকে উঠতে না দেওয়া হয়। দিন দশেক পরে আমাকে হাঁটতে হুকুম দিল শুধু বিকেলবেলা। আমাকে দেখতে রোজই অনেক লোক বাড়িতে আসত। গোপালগঞ্জ, খুলনা ও বরিশাল থেকেও আমার কিছু সংখ্যক সহকর্মী এসেছিল।

হাচুর স্লোগান, রেণুর প্রতীক্ষা ও কামালের আব্বু

একদিন সকালে আমি ও রেণু বিছানায় বসে গল্প করছিলাম।হাচু ও কামাল নিচে খেলছিল।হাচু মাঝে মাঝে খেলা ফেলে আমার কাছে আসে আর 'আব্বা' 'আব্বা' বলে ডাকে।কামাল চেয়ে থাকে।একসময় কামাল হাচিনাকে বলছে, "হাচু আপা, হাচু আপা, তোমার আব্বাকে আমি একটু আব্বা বলি।' আমি আর রেণু দুজনেই শুনলাম।আস্তে আস্তে বিছানা থেকে উঠে যেয়ে ওকে কোলে নিয়ে বললাম, "আমি তো তোমারও আব্বা।' কামাল আমার কাছে আসতে চাইত না।আজ গলা ধরে পড়ে রইল।বুঝতে পারলাম, এখন আর ও সহ্য করতে পারছে না।নিজের ছেলেও অনেক দিন না দেখলে ভুলে যায়।আমি যখন জেলে যাই তখন ওর বয়স মাত্র কয়েক মাস।রাজনৈতিক কারণে একজনকে বিনা বিচারে বন্দি করে রাখা আর তার আত্মীয়স্বজন ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে দূরে রাখা যে কত বড় জঘন্য কাজ তা কে বুঝবে? মানুষ স্বার্থের জন্য অন্ধ হয়ে যায়।আজ দুইশত বৎসর পরে আমরা স্বাধীন হয়েছি।সামান্য হলেও কিছু আন্দোলনও করেছি স্বাধীনতার জন্য।ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস, আজ আমাকে ও আমার সহকর্মীদের বছরের পর বছর জেল খাটতে হচ্ছে।আরও কতকাল খাটতে হয়, কেইবা জানে? একেই কি বলে স্বাধীনতা? ভয় আমি পাই না, আর মনও শক্ত হয়েছে।

উৎকর্ষ

◆ বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় কারা নিচে খেলছিল?

ক) হাচু ও কামাল
খ) হাচু ও রেহানা
গ) হাচু ও জামাল
ঘ) কামাল ও রেহানা

উৎকর্ষ

♦ বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় কারা নিচে খেলছিল?

ক) হাচু ও কামাল
খ) হাচু ও রেহানা
গ) হাচু ও জামাল
ঘ) কামাল ও রেহানা

উৎকর্ষ

' ♦ তোমার আব্বাকে আমি একটু আব্বা বলি?'- কে বলেছিল?

ক) শেখ জামাল
খ) শেখ কামাল
গ) শেখ রাসেল
ঘ) শেখ রেহানা

উৎকর্ষ

◆ আমি তোমাকে দেখবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম'- উক্তিটি কার? [ঢা. বো. ২২]

ক) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
খ) শেখ হাসিনা
গ শেখ কামাল
ঘ) শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব

রেনু

উৎকর্ষ

♦ আমি তোমাকে দেখবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম'- উক্তিটি কার? [ঢা. বো. ২২]

ক) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
খ) শেখ হাসিনা
গ শেখ কামাল
ঘ) শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব

উৎকর্ষ

♦ 'আমি তো তোমারও আব্বা' বঙ্গবন্ধু শেখ কথাটি কার উদ্দেশ্যে বলেন? [চ. বো. ২৩]

ক) হাসিনার
খ) রেহানার
গ) জামালের
ঘ) কামালের

উৎকর্ষ

♦ 'আমি তো তোমারও আব্বা' বঙ্গবন্ধু শেখ কথাটি কার উদ্দেশ্যে বলেন? [চ. বো. ২৩]

ক) হাসিনার
খ) রেহানার
গ) জামালের
ঘ) কামালের

রাষ্ট্রভাষা বাংলা

১৯৫২ সালে ঢাকায় গুলি হওয়ার পরে গ্রামে গ্রামে জনসাধারণ বুঝতে আরম্ভ করেছে যে, যারা শাসন করছে তারা জনগণের আপনজন নয়।খবর নিয়ে জানতে পারলাম, একুশে ফেব্রুয়ারি গুলি হওয়ার খবর বাতাসের সাথে সাথে গ্রামে গ্রামে পৌছে গেছে এবং ছোট ছোট হাটবাজারে পর্যন্ত হরতাল হয়েছে।মানুষ বুঝতে আরম্ভ করেছে যে, বিশেষ একটা গোষ্ঠী (দল) বাঙালিদের মুখের ভাষা কেড়ে নিতে চায়।

ভরসা হলো, আর দমাতে পারবে না।বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা না করে উপায় নাই।এই আন্দোলনে দেশের লোক সাড়া দিয়েছে ও এগিয়ে এসেছে।কোনো কোনো মাওলানা সাহেবরা ফতোয়া দিয়েছিলেন বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে।তাঁরাও ভয় পেয়ে গেছেন।এখন আর প্রকাশ্যে বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে কথা বলতে সাহস পাচ্ছেন না।জনমত সৃষ্টি হয়েছে, জনমতের বিরুদ্ধে যেতে শোষকরাও ভয় পায়। শাসকরা যখন শোষক হয় অথবা শোষকদের সাহায্য করতে আরম্ভ করে তখন দেশের ও জনগণের মঙ্গল হওয়ার চেয়ে অমঙ্গলই বেশি হয়।

উৎকর্ষ

♦ ভরসা হলো, আর দমাতে পারবে না' 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় কে দমাতে পারবে না? চি বো, ২৩]

ক) কারা কর্তৃপক্ষ
খ) পুলিশ বাহিনী
গ) পাকিস্তানি শোষক
ঘ) বাঙালি শাসক

উৎকর্ষ

♦ ভরসা হলো, আর দমাতে পারবে না' 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় কে দমাতে পারবে না? চি বো, ২৩]

ক) কারা কর্তৃপক্ষ
খ) পুলিশ বাহিনী
গ) পাকিস্তানি শোষক
ঘ) বাঙালি শাসক

উৎকর্ষ

♦ ভরসা হলো, আর দমাতে পারবে না।- রাষ্ট্রভাষা বাংলার প্রশ্নে বঙ্গবন্ধুর এই উপলব্ধির অন্তর্নিহিত কারণ কী?

ক) ছাত্ররা আন্দোলন করেছে

খ) ছাত্র-জনতা ১৪৪ ধারা ভেঙেছে

গ) ভাষার জন্য ছাত্র-জনতা রক্ত দিয়েছে

ঘ) পাকিস্তানি সরকার তার ভুল উপলব্ধি করেছে

উৎকর্ষ

◆ ভরসা হলো, আর দমাতে পারবে না।- রাষ্ট্রভাষা বাংলার প্রশ্নে বঙ্গবন্ধুর এই উপলব্ধির অন্তর্নিহিত কারণ কী?

ক) ছাত্ররা আন্দোলন করেছে

খ) ছাত্র-জনতা ১৪৪ ধারা ভেঙেছে

গ) ভাষার জন্য ছাত্র-জনতা রক্ত দিয়েছে

ঘ) পাকিস্তানি সরকার তার ভুল উপলব্ধি করেছে

উৎকর্ষ

◆ জনগণের বিরুদ্ধে যেতে শোষকরাও-

ক) উঠে পড়ে লাগে

খ) ভয় পায়

গ) অগ্রশীল হয়

ঘ) অনেক ষড়যন্ত্র করে

উৎকর্ষ

♦ জনগণের বিরুদ্ধে যেতে শোষকরাও-

ক) উঠে পড়ে লাগে

খ) ভয় পায়

গ) অগ্রশীল হয়

ঘ) অনেক ষড়যন্ত্র করে

উক্তি

বক্তা	উক্তি
সিভিল সার্জন	বাংলাদেশ যে আপনার থেকে অনেক কিছু আশা করে
সিভিল সার্জন	এভাবে মৃত্যুবরণ করে কি লাভ হবে?
ডেপুটি জেলার	কাউকে খবর দিতে হবে কি না?
বঙ্গবন্ধু	উপায় ছিল না
রেনু	আমি তোমাকে দেখবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম
রেনু	এদের কি দয়া মায়া আছে?
মহিউদ্দিন	তোমার অর্ডার এসেছে

মুক্তির মন্দির সোপানতলে,
কত প্রাণ হল বলিদান,
লেখা আছে অশ্রুজলে।
কত বিপ্লবী বন্ধুর রক্তে রাঙা,
বন্দিশালার ওই শেকল ভাঙা
তাঁরা কি ফিরিবে আজ সুপ্রভাতে,
যত তরুণ অরুণ গেছে অস্তাচলে।

(চ.বো ১৯)

ক. বঙ্গবন্ধুকে ডাবের পানি খাইয়ে দিয়ে অনশন ভাঙান কে?

খ. 'ভরসা হলো, আর দমাতে পারবে না।'- বিশ্লেষণ করো।

গ. উদ্দীপকটি 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার সঙ্গে কীভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ?

ঘ. "উদ্দীপকের ভাবচেতনায় 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মত্যাগের ছবিই প্রমূর্ত হয়ে উঠেছে।"- বিশ্লেষণ করো।